দৈনিক সংবাদ

MAY 30 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... ৫

'শিক্ষকদের অনেক দাবি এখনো পূরণ হয়নি'

শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের এক সভায় জাতীয় শিক্ষানীতিতে শিক্ষকদের প্রত্যাশা অনুযায়ী বৈষম্য দূরীকরণ, সাম্প্রদায়িকতার পরিবর্তে ধর্ম-নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ, শিক্ষকদের অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিতকরণ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ না থাকায় এবং মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ প্রতিফলিত না হওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। সভায় জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০-এর মৌলিক পরিবর্তন ও পরিমার্জন দাবি করা হয়।

গত রোববার সেনাকল্যাণ ভবনে হেনা দাসের সভাপতিত্বে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয়, বিগত শিক্ষা আন্দোলনের মাধ্যমে বেসরকারি শিক্ষকদের বেতনের ৯০% প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান হলেও অনেক দাবি এখনও পূরণ হয়নি। প্রধান ও সহ-প্রধান শিক্ষকের উচ্চতর বেতন স্কেল, মেডিক্যাল ভাতা ২শ টাকায় উন্নীতকরণ, বর্ধিত হারে ইনক্রিমেন্ট, উৎসব ভাতা ও বাড়িভাড়া ভাতা (সরকারি শিক্ষকের অনুরূপ), জনবল কাঠামোতে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের সংখ্যার সংশোধন, ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত কর্মরত শিক্ষকদের বেতনের সরকারি অংশ প্রদানের দাবি অবিলম্বে পূরণের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন চৌধুরী খুরশীদ আলম, মোমতাজউদ্দিন, আবদুল হালিম, কামাল হাসান চৌধুরী, সিদ্দিকুর রহমান, মিয়া মতিয়ার রহমান, জয়নাল আবদীন, এম. এ. আউয়াল সিদ্দিকী, এম. এস. ওয়াহাব, কে. এম. আবুল হাসান, আলাউদ্দিন ভূঁইয়া, তপন কান্তি সরকার, সন্তোষ মুখার্জি, গোলাম রব্বানী, আবু বক্কর ছিদ্দিক, রঞ্জিত সাহা, বিনয় দাশগুপ্ত প্রমুখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।